৫০

দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস আজ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আজ 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হচ্ছে।

এই উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পৃথক বাণী দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস তাঁর বাণীতে বলেন, আগামী শতাব্দীর উন্নত বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমাদের সকলকে নিরক্ষর মুক্ত শিক্ষিত সমাজ গঠনের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস আজ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, শিক্ষা সকল নাগরিকের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। এই চাহিদাকে পূরণ করতে হলে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে আন্তরিকভাবে শিক্ষা অগ্রগতির জন্য একযোগে কাজ করার আহবান জানান।

প্রেসিডেন্টের বাণী

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে তার বাণীতে বলেন, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপক সুযোগ এনে দেয়। উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশের মত দেশের জন্য এই দিবসটির তাৎপর্য অনেক বেশী।

তিনি বলেন, সৃজনশীল ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। সাক্ষর সমাজ সৃষ্টিশীল। গণতন্ত্র ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষার সহায়ক শক্তি-শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। তাই সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও অধিক বাজেট বরাদ্দ সরকারের সদিচ্ছারই প্রতিফলন।

দরিদ্র, অনগ্রসর ও বঞ্চিত শিশু-কিশোর ও বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার সারা দেশে সাক্ষরতা কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ব্যবহারিক ও দক্ষতা ভিত্তিক স্বাক্ষরদান কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির উদ্যোগ সফল করার জন্য সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, "সবার জন্য শিক্ষা" নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আগামী শতাব্দীর উন্নত বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমাদের সকলকে নিরক্ষর মুক্ত শিক্ষিত সমাজ গঠনের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে দেশের সকল মানুষের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে।

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে বলেন, বিশ্বজুড়ে সকল মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন করা হয়। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং মনুষ্যত্বের জাগরণের জন্য শিক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। শিক্ষার এই অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগাতে না পারলে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষার অপরিহার্যতার প্রেক্ষাপটে দিবসটিকে আনুষ্ঠানিকতার গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে এ দিবসে "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচীকে সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়নে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। মৌলিক শিক্ষার প্রসার ও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি ও প্রাথমিক শিক্ষাকাল সমাপ্ত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। সরকারের গৃহীত 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী ও অনগ্রসর শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করছে। 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ সময়ের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ আজ সারা দেশে পরিচালিত হচ্ছে। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত সকল মানুষের সাক্ষরতা অর্জন করার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ও থানায় কর্মসূচী বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। লালমনিরহাট জেলা সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনে সাফল্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা সকল নাগরিকের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। এই চাহিদাকে পূরণ করতে হলে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে হলে শিক্ষার বিকল্প আর কিছু নেই। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি, দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে আন্তরিকভাবে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য একযোগে কাজ করতে তিনি আহবান জানান।

লালমনিরহাটে সাক্ষরতা

নিজস্ব সংবাদদাতা লালমনিরহাট থেকে জানান, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন মুখর লালমনিরহাট জেলা এখন সফলতার স্বারপ্রান্তে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর একসাথে সাড়ে ৬শ' কেন্দ্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে নব্য সাক্ষরদের। পরীক্ষা দেবে সারা জেলার ২ লাখ ২৩ হাজার ৫শ' শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী মহিলা। জেলার ৪২টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার ৭ হাজর ২শ' ৩৭টি গণশিক্ষা কেন্দ্রের নব্য সাক্ষর নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীদের মান নিরূপণ ও মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষার এ আয়োজন। শিক্ষার্থীদের বয়স ১১ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। এরা ছিল শিক্ষার আলো বঞ্চিত মানুষ। এখন তারা নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত। নাম লিখতে পারে। হিসাব নিকাশ করতে পারে। সচেতন মানুষ হিসাবে উপলব্ধি জেগেছে তাদের মধ্যে। নিজেদের কাজ-কর্ম, নিজেদের শরীর ও সন্তানদের যত্ন নিতে পারে। ইতিপূর্বে দুটি পর্যায়ে আরো প্রায় ৪৪ হাজার নিরক্ষর নারী-পুরুষকে একইভাবে সাক্ষর করা হয়েছে। নির্ধারিত ৬ মাসের কোর্সে এদের লেখাপড়া করানো হয়। এর মধ্যে রয়েছে ২৪ হাজার ৫০ জন পুরুষ এবং ১৯ হাজার ৫০ জন নারী।

বিস্তারিত কর্মসূচী

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচী নিয়েছে। সরকারী কর্মসূচী হিসাবে শিক্ষা অধিদফতর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ওসমানী মিলনায়তনে। সন্ধ্যা ৭টায়।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদ জিয়া অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করবেন।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির উদ্যোগে আলোচনা সভা। সমিতির ৫৫ দিলকুশা বণিজ্যিক এলাকার কার্যালয়ে। সকাল ১০টায়।

গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। জাতীয় যাদুঘরের সামনে থেকে। সকাল ৮টায়।

স্বনির্ভর বাংলাদেশের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। লালমাটিয়ায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। বিকাল সাড়ে ৪টায়।

বাংলাদেশ ২০০০ এর উদ্যোগে 'বাংলাদেশে গণসাক্ষরতা কার্যক্রমে শিক্ষিত যুবকদের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভা। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। সকাল ১০ টায়।

শেখ হাসিনার বাণী

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এই উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে বলেন, বাংলাদেশে নিরক্ষরতা একটি অভিশাপ। এর প্রভাব সমাজ জীবনের সর্বত্র বিরাজমান। একটি সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো, সে সমাজে বসবাসরত প্রতিটি নাগরিকের সচেতনতা, সমাজ সম্পৃক্ততা যা শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়। একটি মানুষ অক্ষরজ্ঞান লাভ করলে গোটা পরিবার শিক্ষিত হয়। এভাবেই একটি পরিবার, সমাজ ও জাতি শিক্ষিত হয়ে উঠে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে তাই নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সময় উপযোগী প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করা। প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই যেখানে আগামী দশ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর হবে। এই লক্ষ্যে সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় সুনির্দিষ্ট 'দরিদ্রের জন্য শিক্ষা' ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে।

তিনি দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরও জোরদার করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।